Sanatan Dharma

আসলে সোনার লঙ্কা কে গড়ল?

লঙ্কা রাবণের জন্য নয়, অন্য কারওর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রাবণ তা পেলে কী করে? আসলে সোনার লঙ্কা কে গড়ল?

রামায়ণ অনুসারে রাবণের লঙ্কা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুন্দর। তাই এটি সকলের কাছে ‘গোল্ডেন সিটি’ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে, রাবণকে লঙ্কাপতিও বলা হয়। অধিকাংশ সোনার লঙ্কাকে রাবণের ঐতিহ্য বলে মনে করেন। কিন্তু পুরাণ অনুসারে, এই তথ্য একেবারেই সত্য নয়। লঙ্কা রাবণের জন্য নয়, অন্য কারওর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রাবণ তা পেলে কী করে? আসলে সোনার লঙ্কা কে গড়ল?

শিবপুরাণ অনুসারে, লঙ্কা রাবণ দ্বারা নির্মিত হয়নি, সুন্দর লঙ্কা নগর তৈরি করেছিলেন খোদ মহাদেব। দেবী পার্বতীর জন্য পুরো লঙ্কাকে সোনা দিয়ে তৈরি করেছিলেন মহাদেব।

– ভগবান শিবের আদেশে সমুদ্রের মাঝখানে ত্রিকূটাচল পর্বতে কারিগরের দেবতা বিশ্বকর্মা লঙ্কা তৈরি করেছিলেন।

– শাস্ত্র অনুসারে, একবার দেবী লক্ষ্মী ও ভগবান বিষ্ণু কৈলাস পর্বতে ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় লক্ষ্মী পার্বতীকে বলেছিলেন, আপনি নিজেই একজন রাজকন্যা ও আপনি কীভাবে কৈলাস পর্বতে এভাবে থাকতে পারেন? এই কথা শুনে দেবী মহাদেবকে এমন একটি প্রাসাদ তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যা ত্রিজগতে কোথাও নেই। মহাদেবের নির্দেশে বিশ্বকর্মা সমুদ্রের মাঝখানে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন।

Published on: Jul, 27 2025 18:07

শিব ত্রিকুটাচল পর্বতের মাঝখানে পার্বতীর জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, যাকে সোনার লঙ্কা বা গোল্ডেন সিটি নামে পরিচিতি। তথ্য অনুসারে, লঙ্কা তিনটি পর্বতশ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল। প্রথম পর্বতের নাম ছিল সুবেল। সুবেল সেই জায়গা যেখানে ভগবান রাম ও রাবণের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল। পর্বতের দ্বিতীয় অংশের নাম নীল, সেখানে অবস্থিত লঙ্কার রাজপ্রাসাদ। এবং তৃতীয় ও সবচেয়ে সুন্দর অংশটি ছিল সুন্দর পর্বত যেখানে অশোক ভাটিকা অবস্থিত ছিল। দেবী সীতাকে এখানেই বন্দি করে রেখেছিলেন রাবণ।

কীভাবে লঙ্কার অধিপতি হলেন রাবণ?

ভগবান শিব বিশ্বকর্মাকে মা পার্বতীর জন্য একটি সোনার লঙ্কাপুরী নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। ঋষি বিশ্রাবকে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করে পূজা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঋষি বিশ্রব লোভী হয়ে ভগবান শিব ও পার্বতীর কাছে দক্ষিণা হিসেবে লঙ্কা ভূমি চেয়ে নেন।এতে মা পার্বতী ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি ঋষি বিশ্রবকে অভিশাপ দেন। মা পার্বতী বলেন, যে লঙ্কার জন্য ঋষির লোভ ছিল, শিবের অবতার সেই লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।তাঁর অভিশাপের জেরে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছাই করে দেন রামভক্ত হনুমান।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে রাবণ, কুবের, কুম্ভকর্ণ, অহিরাবণ, শুপর্ণখা এবং বিভীষণ ছিলেন ঋষি বিশ্রবের সন্তান। শিবজীর কাছ থেকে লঙ্কাপুরীকে দক্ষিণা হিসেবে গ্রহণ করার পর, ঋষি বিশ্রাব তাঁর প্রথম স্ত্রী ভারবর্ণিনীর থেকে তাঁর পুত্র কুবেরকে লঙ্কা শহরের রাজা করেছিলেন।

রাবণ ছিলেন অর্ধ-ব্রাহ্মণ ও অর্ধ-অসুর। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্বশ্রব, পুলস্ত্য বংশের ঋষি ও মাতা ছিলেন কৈকোসি যিনি অসুর বংশের। রাবণের আসল নাম ছিল দাসগ্রীব। যার অর্থ হল দশ মাথা। বিশ্বশ্রবের দুই স্ত্রী ছিলেন – ভারবর্ণিনী এবং কৈকোসি। ধনসম্পদের দেবতা কুবেরকে জন্ম দেন তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনাখা এবং বিভীষণের জন্ম হয়েছিল কৈকোসির গর্ভে।

লঙ্কা শহরটি আগে রাজা কুবের দ্বারা শাসিত হয়েছিল, কিন্তু ঋষি বিশ্রবের দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেসির পুত্ররা কুবেরকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং লঙ্কা নগরীর জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে, কিন্তু রাবণ তার জ্ঞানের দ্বারা লঙ্কাপুরী অর্জন করেছিলেন এবং হতে পারে. আর এভাবেই কুবেরের কাছ থেকে লঙ্কা অধিকার করে রাবণ লঙ্কার রাজা হয়ে শাসন করেন। রাবণ জোর করে ধনপতি কুবেরের কাছ থেকে সোনার লঙ্কা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

Published on: Jul, 27 2025 18:07